অ্যাপল পণ্য সমাচার

- নুরুন্নবী হাছিব/ hasive@cnewsvoice.com

অবশেষে এল আইফোন ৪

অবশেষে সকল প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ডেভেলপারস কনফারেন্সে আইফোন ৪ উন্মোচন করলো অ্যাপল। জানা গেছে, প্রতিষ্ঠানটির সিইও স্টিভ জবস কনফারেন্সে আইফোন ৪-এর বিভিন্ন সুবিধা, ছবি ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন। চতুর্থ প্রজন্মের জন্য তৈরি বিশেষ এই আইফোন ৪ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছে এ৪ সিপিইউ চিপ, যা আইপ্যাড তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়েছিল। এছাড়াও এতে যোগ করা হয়েছে উন্নততর ক্যামেরা, যা দিয়ে এইচডি (হাই ডেফিনিশন) ভিডিও ধারণ এবং সম্পাদনার কাজ করা সম্ভব। আইফোন ৪ বর্তমান আইফোনের তুলনায় ২৪ শতাংশ পাতলা বলেও জানিয়েছেন স্টিভ। আইফোন ৪-এর সবচেয়ে আলোচিত ও প্রত্যাশিত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মাল্টিটাস্কিং-এর সুবিধা। নতুন এই আইফোনে মাল্টিটাস্কিং অর্থাৎ একই সময়ে একাধিক অ্যাপি-কেশন চালানো যাবে। এর আগে আইফোন ৪-এর ছবি ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশদ রিভিউ প্রকাশিত হয়েছিল। অ্যাপলের প্রধান নির্বাহী স্টিভ জবস দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন নতুন ফোনটি এবং পেছনের বড় পর্দায় যে আইফোনটি দেখা যায়, তার চেহারা গিজমোডোর সাইটে দেখানো আইফোনের চেয়ে একেবারেই আলাদা। আইফোনের নতুন এই সংস্করণ আইফোন ৪ ইতিমধ্যে বাজারে চলে এসেছে। নতুন এই আইফোনে ব্যবহার করা হচ্ছে এটিঅ্যান্ডটি-র প্রবর্তন করা মাইক্রো-সিম কার্ড। এর মানে হল বাংলাদেশসহ অনেক দেশেই যেখানে স্ট্যান্ডার্ড সিম প্রচলিত, সেখানে এ ফোনটি ব্যবহার করা যাবে না।

আইফোন ৪ বাজারে আসার মাত্র তিন দিনেই ১৭ লক্ষ ইউনিট বিক্রি হয়েছে। এতে করে আইফোন ৪ হয়ে উঠেছে অ্যাপল-এর ইতিহাসের সবচেয়ে সফল পণ্য। আইফোন ৪ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী এবং জাপানের বাজারে আসার পরেই কিছু কিছু অ্যাপল স্টোরে প্রচুর চাহিদা থাকায় আইফোনের টান পড়েছে বলেও জানা গেছে। চাহিদা প্রচুর থাকায় অ্যাপল এখনই আইফোন ৪-এর সাদা রঙের সংস্করণটি বাজারে ছাড়ছে না। ডিভাইসটি প্রস্তুত হলেও যথেষ্ট সংখ্যক ডিভাইস তৈরি করে বাজারে ছাড়তে জুলাইয়ের শেষ নাগাদ সময় লাগতে পারে বলেও জানিয়েছে অ্যাপল।

এইচটিসির বিরুদ্ধে অ্যাপল-এর মামলা

সম্প্রতি অ্যাপল আবারও মোবাইল ফোন সেট নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এইচটিসির বিরুদ্ধে মামলা করেছে। জানা গেছে, তাইওয়ানের প্রতিষ্ঠান এইচটিসির বিরুদ্ধে মোবাইল ফোন ও স্মার্টফোন সংক্রান্ত চারটি প্যাটেন্ট ভাঙ্গার অভিযোগ করেছে অ্যাপল। জানা গেছে, অ্যাপল সাধারণত আইফোনে টাচস্ক্রিন পর্দায় স্ল-ইড করার মাধ্যমে আনলক করার অপশন রেখেছে, যা অ্যাপল-এর প্যাটেন্ট করা। অথচ এইচটিসি এই একই প্রযুক্তি তাদের কিছু হ্যান্ডসেটে ব্যবহার করেছে যার ফলে সেসব হ্যান্ডসেট আনলক করতেও আইফোনের মতোই পর্দায় স্ল-ইড করতে হয়। এছাড়াও পাওয়ার সংক্রান্ত আরেকটি প্যাটেন্টও অবৈধভাবে এইচটিসি ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ করেছে অ্যাপল। উলে-খ্য, অ্যাপল ও এইচটিসির মধ্যে আগে থেকেই মামলা-পাল্টা মামলার ঘটনা ঘটে আসছিল। তিন মাস আগে অ্যাপল ২০টি প্যাটেন্ট ভাঙ্গার দায়ে এইচটিসির বিরুদ্ধে প্রথম মামলাটি দায়ের করেছিলো জবাবে এইচটিসিও পাল্টা মামলা করে। একই সময় অ্যাপলের বিরুদ্ধে আবারো প্যাটেন্ট চুরির মামলা দায়ের করে আরেক বৃহৎ মোবাইল নির্মাতা প্রতিষ্ঠান নকিয়া। সেই মামলারও জবাব মামলা দিয়েই দিয়েছিল অ্যাপল। এবার এইচটিসির পাল্টা মামলার জবাব আদালতে নতুন প্যাটেন্ট চুরির অভিযোগ দিয়েই দিল অ্যাপল।

আন্তর্জাতিক বাজারে আইপ্যাড

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণ্ডীর বাইরে অ্যাপলের সাড়া জাগানো পণ্য আইপ্যাড আসার পর থেকেই এর জনপ্রিয়তা বেড়েই চলছে। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালি, জাপান, স্পেন, সুইজারল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্যের বাজারে একসঙ্গে মুক্তি পাওয়া ট্যাবলেট পিসিখ্যাত এই গ্যাজেটটি নিয়ে ব্যবহারকারীদের তুমুল আগ্রহ দেখা গেছে। জানা গেছে কেবল যুক্তরাষ্ট্রের মতই নয়, বরং কিছু কিছু দেশে আইপ্যাড কিনতে আগ্রহী ক্রেতাদের লম্বা সারি যুক্তরাষ্ট্রকেও ছাড়িয়ে গেছে। এদের মধ্যে অনেকেই আগের দিন রাত থেকেই অ্যাপল স্টোরের সামনে অপেক্ষা করেছেন বা রাত কাটিয়েছেন বলেও জানা গেছে। ভিড়ের দিক দিয়ে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে জাপান, যেখানে মোবাইল মার্কেটের সর্বাধিক জনপ্রিয় হ্যান্ডসেট হচ্ছে আইফোন। অ্যাপলভক্তদের প্রাথমিক উৎসাহ দেখে ধারণা করা হচ্ছে অচিরেই আইফোনের মতই বাজারে ট্যাবলেট পিসির প্রথম স্থানটিও দখল করবে আইপ্যাড। তবে আশঙ্কা করা হচ্ছে এসব দেশে আইপ্যাড বিক্রির পরিমাণ যদি যুক্তরাষ্ট্রের মতই হয়, যেখানে সপ্তাহে প্রায় ২ লাখ ডিভাইস বিক্রি হয়েছে, তাহলে স্টক ফুরিয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এসব দেশে ক্রেতাদের আইপ্যাডের সাধ হয়ত সহসাই নাও মিটতে পারে। ■